R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের—
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ
সার্ভিস সেণ্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১৩ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৮ সাল
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫্

অর্থের অভাবে কাজ বন্ধ থাকলেও ভাঙ্গন চলেছে জোর কদমে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গঙ্গার ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলেও সরকারী ভাঙ্গনরোধ প্রচেষ্টা অর্থাভাবে প্রায় বন্ধের মুখে বলে খবর। জানা যায় ভাঙ্গনের মূল কারণ ফরাক্কা বাঁধের ত্রুটি বহুল পরিচালনা। গেটগুলি দিয়ে জলস্রোত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রবাহিত না হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণগ্রাম, হাজারপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বহু জমি গঙ্গা গর্ভে ডুবে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে সাঁকোপাড়া, পরাণপুর অঞ্চলে ভাঙ্গনে রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জঙ্গিপুর, ফরাক্কা সংযোগ বিনষ্ট হবে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন। অরঙ্গাবাদ, নিমতিতা, ধুলিয়ান অঞ্চল যে কোন মুহূর্তে গঙ্গা পদ্মার গ্রাসে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশংকা। এদিকে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার নিমতিতার ধূসরীপাড়া, কামালপুর, দুর্গাপুর গ্রামগুলিতে নদীর ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। ঐ সব এলাকার গ্রামবাসীদের অভিযোগ গতবার ভাঙ্গন প্রতিরোধে যে টাকার বোল্ডারের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

পুরসভায় বে-আইনী কর্মী নিয়োগের অভিযোগ

ধুলিয়ান ঃ হিসাব না দেওয়ার কারণে রাজ্য সরকার অধিকাংশ পুরসভার কর্মচারীদের ভাতা বাবদ অনুদানের টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। তা'ছাড়া অভিযোগ অধিকাংশ পুরসভা রাজ্য সরকারের সার্কুলার না মেনে বে-আইনীভাবে কর্মী নিয়োগ করেছে। আর অন্য খাতের টাকা ভেঙে এ সমস্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বার বার জানানো হয়েছে যে, কোন রকম কর্মী এমন কি ক্যাজুয়াল কর্মীও নিয়োগ করা চলবে না। তা'ছাড়া সমস্ত নিয়োগই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হওয়া চায়। অন্যান্য পৌরসভার মধ্যে ধুলিয়ান পৌরসভায় বর্তমান কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লকের মিলিত বোর্ড স্বজনপোষণ ও বে-আইনীভাবে বেশী ভাগ ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ করে চলেছে। এই পৌরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীসংখ্যা অনেক বেশী এবং বর্তমান বোর্ড কেবল মাত্র নিজের পছন্দ মত লোকই নিয়োগ করেছে। বে-আইনী ও বাড়তি কর্মীর চাপে উন্নয়ন খাতের টাকা উন্নয়নে খরচ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সব বে-আইনী নিয়োগ করা কর্মীদের বেতন দিতেই সে টাকা শেষ।

তহবিল তছরুপের অভিযোগে ডাককর্মী

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ ফেব্রুয়ারী অফিস চলাকালীন স্থানীয় বড় ডাকঘরের কর্মী রাজ্যবর্দ্ধন ত্রিবেদীকে আদালতের আদেশ বলে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে যায়। খবর কান্দী বড় ডাকঘরের অধীন গোকর্ণে পোষ্টমাষ্টার থাকাকালীন ঐ কর্মী প্রচুর টাকার এজেণ্ট কমিশন বিল তছরুপ করেন। সেই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ আদালতে মামলা দায়ের করলেও তিনি আদালতে হাজির না হওয়ায় আদালত থেকে তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করা হয়। পুলিশের মাধ্যমে কান্দী আদালতে হাজির হওয়ার পর তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

পাথর বোঝাই ট্রাক উল্‌টে মৃত তিন

ফরাক্কা ঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ভোরের দিকে বিহারের বারহারওয়া থেকে আসা একটি পাথর বোঝাই ট্রাক (ডাবলু বি-৬৫-০২২৪) স্থানীয় থানার বেওয়া ব্রীজের কাছে পাল্টি খায়। এর ফলে পাথরের উপর বসে থাকা তিনজন যাত্রী পাথর চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। মৃত তিনজনের একজন (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল ট্রেন

সাগরদীঘি ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারী আজিমগঞ্জ থেকে নলহাটী গামী ট্রেনটি বিরাট দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেল বলে জানা যায়। খবর ট্রেনটি যথারীতি বেলা ৯টা নাগাদ ছেড়ে গোঁসাইগ্রাম বাড়ালার মাঝামাঝি আসার পথে লাইনে লাল পতাকা দেখে থেমে পড়ে। জানা যায় সকালে কাজ করতে বের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

আমাদের নতুন দোকান
তাই
কার্ডও নতুন ডিজাইনও নতুন নতুন
আর দাম সে তো
দেখে নেবেন
কার্ডস্ ফেয়ার
(পণ্ডিত প্রেস সংলগ্ন)
র ঘু না থ গ ঞ্জ
এখানে জেরক্স করা হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বোভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৮ সাল

নির্বাচনোত্তর

আমরা বর্তমান নিবন্ধ পাঞ্জাবে যে নির্বাচন হইয়া গেল, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিতেছি। সেখানে লোকসভার ১৩টি আসনের মধ্যে ১২টি এবং বিধানসভার ১১৭টি আসনের মধ্যে ৮৭টি আসন কংগ্রেস-ই দল লাভ করিয়াছে। ফলতঃ পাঞ্জাবে কংগ্রেস-ই দল মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চলিয়াছে। আর ১২টি লোকসভার সদস্য পাওয়ায় কেন্দ্রে কংগ্রেস-ই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলেও পরমুখাপেক্ষিতার দায় হইতে কিছুটা রক্ষা পাইয়াছে।

কিন্তু পাঞ্জাবে নির্বাচন যে ভাবে হইয়া গেল, তাহাতে স্বতঃস্ফূর্ত বলা যায় না। কেননা একটি বাদে সমস্ত অকালি দল সেখানে ভোট বয়কট করিয়াছিল এবং ঐসব দলের সমর্থকগণও ভোট প্রদান করেন নাই। এই নির্বাচন বন্দুক ও সন্ত্রাসের হুমকির মধ্যে দিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। জীবনের আশঙ্কায় ভোট প্রদানের হার উল্লেখ্যভাবে কম হইয়াছে।

এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী অনুপস্থিত থাকিলেও নির্বাচন হইয়া গেল এবং সে জনগোষ্ঠী অকালি দলগুলির অন্তর্ভুক্ত। গত বৎসর সাধারণ নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবের নির্বাচন কেন্দ্র বাতিল করিয়াছিল যদিচ পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজ্যপাল ভূতপূর্ব সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মালহোত্রা সেখানে অবাধ নির্বাচন সম্ভব বলিয়া পর্যবেক্ষক হিসাবে মত পোষণ করিয়াছিলেন। তখন পাঞ্জাবে নির্বাচন না হওয়ায় প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন সেই নির্বাচন পাঞ্জাবে সম্ভব হইল, অবশ্য বৃহৎ জনগোষ্ঠী ব্যতিরেকে।

যাহা হউক, পাঞ্জাবের সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস-ই দল যে ফলাফল দেখাইয়াছে, সব অকালি দল যদি তাহাতে অংশ লইত তাহা হইলে কংগ্রেস-ই দলের এমন জয় সম্ভব হইত না বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। গত বৎসর সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে পাঞ্জাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে কংগ্রেস-ই দল হয়ত এখনকার মত আসন লাভ করিতে পারিত না। কেন্দ্রে কংগ্রেস-ই দলের ভিত শক্ত করিবার জন্যই হয়ত বর্তমানে পাঞ্জাবের নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু নির্বাচনোত্তর চিন্তা এখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পাঞ্জাব ও কাশ্মীর লইয়া কেন্দ্র জেরবার হইতেছে। সেখানে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। পাঞ্জাবে যে সরকার গঠিত হইবে, তাহা কাজ করিবার মত অনুকূল পরিবেশ পাইবে কিনা, এ বিষয়ে ভাবিবার আছে। রাজ্যের জনমনে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ততার প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত দরকার। চণ্ডীগড় সমস্যা ও জলবন্টন সমস্যা সংক্রান্ত পাঞ্জাব-রাজস্থান কলহ মিটিবে কী ভাবে? পূর্বে সম্পাদিত রাজীব লাঙ্গোয়াল চুক্তির রূপায়নে শৈথিল্য থাকায় রাজ্যের জনগণের ক্ষোভ রহিয়াছে। যদিও এর সমস্যার আশু সমাধান এক লহমায় হওয়া সম্ভব নয়, তবু কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে কিছুটা ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলে শান্তির পথ প্রশস্ত হইতে পারিবে?

পাঞ্জাবের নির্বাচনকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে না রাখিয়া জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার বিষয় করিয়া তুলিতে হইবে। তাই এই বিচারে উগ্রপন্থী দমনে কেন্দ্রকে একদিকে যেমন কঠোর হইতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়িয়া তুলিতে আন্তরিক হইতে হইবে। পাঞ্জাবের জনমনে কেন্দ্রের সদিচ্ছার প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে।

একটু ভাবুন কমরেড

কখনও কখনও ছোট্ট এক টুকরো সংবাদ আমাদের অনুভূতির অন্তরস্থলে ভীষণভাবে আঘাত হেনে সহনশীল মনকে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করে। এই রকম একটি সংবাদ কিছু দিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল জঙ্গীপুর সংবাদের শেষ পৃষ্ঠায়। আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ ছিল সংবাদটি। কারণ ইদানীং দৈনিক সংবাদ পত্রগুলি খুললেই এ ধরনের সংবাদ আমাদের খেতে হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন। স্বাভাবিক কারণে সংবাদপত্র পাঠকের কাছে চুরি, ছিনতাই, বোমাবাজির মত নারী নিগ্রহের ঘটনা দিন দিন গুরুত্ব হারাতে চলেছে। নারী নির্যাতন? এ আবার নতুন কি? এ রকম একটি ভাবনা যেন আমাদের মনকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের মানসিকতারও পরিবর্তন হচ্ছে ক্রমশ। তাই ক্লাব ঘরে নারী নির্যাতনের মতন হৃদয় বিদারক ঘটনাতে, কথায় কথায় বৈজ্ঞানিক প্রগতিবাদের বুলি কপচানো মানুষদের বিন্দুমাত্র ভাবায় না। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কোন কার্যক্রম নেবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ এ কাজে ভোট নেই, নেই গদির সাথে টাকা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবশ্য সেই ছেলেদের ক্লাব থেকে বহিষ্কার করে একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে বহিষ্কার এ রোগের ওষুধ নয়। যেন মাথা ব্যথায় মাথা কাটার নিদান। ছোট্ট একটি শহরে একটি ক্লাবের ঘটনার মধ্যে দিয়ে বর্তমান যুবশক্তির নৈতিক অবক্ষয়ের যে নগ্ন চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে শহরের বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ কিংবা রাজনৈতিক নেতা থেকে ক্লাব সংগঠক থেকে প্রশিক্ষকরা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ ভুলে গেলে চলবে না তারা সকলেই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ একটি কথা পরিষ্কার—যে বয়সের ছেলেরা এ কাজের সাথে যুক্ত, সে বয়স পদস্খলনের বয়স। একই সাথে ভুল করার বয়স আবার নৈতিক ও মানসিক দৃঢ়তা দিয়ে ভবিষ্যতের সুন্দর জীবনের ভিত্তি গড়ারও বয়স।

মিটিং, সেমিনার কিংবা নির্বাচনী বক্তৃতায় যারা যুব সমাজের জন্য, যুবশক্তির অবমূল্যায়নের জন্য চোখের জলে রুমাল ভেজান, তাঁরা কি ভাববেন না কিছুই? যে বুদ্ধিজীবীরা সাক্ষরতার সপক্ষে রাতের ব্যথা নিয়েও শহর পরিক্রমা করেন, যে গায়কশিল্পীরা প্রগতির পক্ষে, ময়দানে বা রাস্তায় বিপ্লবের গান শুনিয়ে তরুণ মনে উন্মাদনার জোয়ার আনার চেষ্টা করেন, তাঁদেরও কি ভাবনার কিছু নেই? আর বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির যুব সংগঠনের নেতারা? আপনাদের কি কিছুই করণীয় নেই? নেই কিছু ভাববার? তা হলে সকলে মিলে একবার পিছনের দিকে তাকানো যাক কমরেডস্ মনে আছে নিশ্চয়ই, কংগ্রেসী জমানায় চোঙ্গাপ্যান্ট, ছুঁচলো জুতো, উদ্ধত ভঙ্গি, অশোভন আচরণের তরুণদের উদ্দেশ্যে আপনারা (যাঁদের মধ্যে অনেকে আজ মন্ত্রীর গদিতে আছেন) ভাষণ দিতেন—কংগ্রেস যুব সমাজকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। যুবকদের (৩য় পৃষ্ঠায়)

একুশ, তোমাকে

একুশ! তোমার রক্ত ঝড়াবো
আমরা ভুলিনি।
একুশ! তুমি কি জানো?
এই তিমিরেও বেঁচে আছো,
আলো হয়ে, আমাদের হৃদয়ে।
একুশ! তোমার আত্মাহুতি,
সে কি কেবলই তোমার!
একুশ! আর একবার জেগে ওঠো
অন্য এ বাংলার বুকে।

—গোপাল সাহা

[illegible]ত সেবাশ্রমের মিলনোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১০ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ তুলসী বিহার বাড়ী প্রাঙ্গণে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বিকেলে গীতাপাঠ, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। শ্রীমদ্ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী জাতি গঠনে স্বামী প্রণবানন্দের অবদান ও বর্তমান জাতীয় সংকটে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। পরদিন ১১ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ছোটকালিয়াই হিন্দু মিলন মন্দিরে বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্ররঞ্জন নাথ। প্রধান বক্তা হিসাবে এখানেও উপস্থিত ছিলেন স্বামী হীরন্ময়ানন্দজী।

সুতি ১নং ব্লকে পঞ্চাশ হাজারকে সাক্ষর করার পরিকল্পনা

আহিরণ : পঞ্চাশ হাজার মানুষকে এ বছর সাক্ষর করে তোলার এক পরিকল্পনা নিয়ে সভা করলেন সুতি ১নং ব্লকের বি.ডি.ও.। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীম দাস। ব্লক প্রাঙ্গণে এই সভায় মিলিত হন ব্লকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। পঞ্চায়েতগুলির সদস্য, সচিব, জব এ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রভৃতি সর্বস্তরের কর্মী এবং জেলা পরিষদ সহ-সভাধিপতি নিজামুদ্দিন আমেদ। মুর্শিদাবাদ জেলার সাক্ষরতা সমিতির অন্যতম সদস্য ডি. এল এণ্ড এল, আর, ও, এম, জে, বিশ্বাস তাঁর ভাষণে বলেন মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে পারলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়বে। বিডিও বিজন ভট্টাচার্য তাঁদের পরিকল্পনার কর্মসূচী বুঝিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং সাক্ষরতার সার্ভে কেমন করে করতে হবে তা বলেন।

একটু ভাবুন কমরেড

(২য় পাতার পর)

নৈতিকতা নষ্ট করে দিচ্ছে, নষ্ট করে দিচ্ছে সুষ্ঠু ও সৃজনশীল চিন্তা ও গঠনমূলক কাজ করার মানসিকতা। কারণ কংগ্রেস সরকার ভালভাবেই জানে সুস্থ, প্রগতিশীল চিন্তার যুবকরা নানা প্রশ্ন করবে—কেন চাকরী নেই? কেন নেই যুবকদের কোন ভবিষ্যৎ? তাই কংগ্রেস চাইছে যুবকরা এই সব ইয়াংকি কালচারে মেতে থাকুক, ডুবে থাকুক নানা অসামাজিক উপকরণের গভীরে। তাই বলছিলাম, একটু ভাবুন কমরেডস্—পশ্চিম বাংলায় গদি দখলে আপনারা একটি অনন্য রেকর্ড স্থাপন করেছেন। নিজ নিজ যুব সংগঠনের সভ্য সংখ্যা অভূত সংখ্যায় বাড়িয়েছেন। তবু বুকে হাত রেখে আপনারা কি বলতে পারবেন, আপনাদের খাতায় লেখা বিশাল সংখ্যার যুবকদের শতকরা কতজনকে প্রগতিশীল নৈতিকতায় শিক্ষা দিয়েছেন? শতকরা কতজনকে কংগ্রেসী ইয়াংকি কালচারের পাল্টা প্রগতি কালচারের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন? আজ কতজন যুবকের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফল হচ্ছে। আসল কথা, কংগ্রেস যে মানসিকতায় যুবকদের নিয়ে দাবার ঘুট সাজিয়েছিল, আপনারাও সেই একই কায়দায় তাদের নিয়ে রাজনৈতিক দাবা খেলছেন অন্য রঙের ঘুটি নিয়ে। যার ফলশ্রুতির অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ হয়ে। তাই, বর্তমানের সামাজিক দায়িত্বগুলি যদি সীমিত ক্ষমতা বা দিল্লী সরকারের ত্রুটি, কিংবা বিহারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভাষণের মারপ্যাচে এড়িয়ে যান, তবে নিশ্চয়ই আজকের বিদ্যুৎ-ফিনকি ভবিষ্যতে দাবানলের সৃষ্টি করে যুব-সমাজকে ঝলসে দেবার চেষ্টা করবে। সাথে সাথে সে তাপ আপনাদের পিঠও স্পর্শ করবে সমাজ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে।

—মিস মার্গারেট হেন্স

ডিষ্ট্রিবিউসান স্যাব সেন্টারের দাবীতে রেশন ডিলাররা

ধুলিয়ান : স্থানীয় সমসেরগঞ্জ থানা রেশন ডিলারদের ইউনিয়ন সভাপতি বদরুদ্দোজা বিশ্বাস আমাদের প্রতিনিধিকে জানান পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রেশন ডিলাররা ট্রান্সপোর্ট খরচ পেলেও এখানকার ডিলারদের গত ১৯৯১ এর ১ এপ্রিল থেকে এ টাকা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ স্থানীয় ডিষ্ট্রীবিউটার ইন্দ্রচাঁদ আগরওয়ালা ডিষ্ট্রিবিউটারশিপ ছেড়ে দেওয়ায় রেশন ডিলারদের অরঙ্গাবাদ থেকে মাল আনতে হচ্ছে নিজের খরচায়। এ কারণে তারা প্রতিটি রেশন এলাকায় সাব সেন্টারের দাবী জানিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবীপত্র পাঠিয়েছেন।

প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানে ঢুকে চুরি

সাগরদীঘি : গত ৫ ফেব্রুয়ারী এই থানার সন্তোষপুরে এক লৌহ ব্যবসায়ীর দোকানে প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি হয়। খবর বেলা প্রায় ৩টা নাগাদ দোকানের মালিক কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলে দু'জন দুষ্কৃতি দোকানে ঢুকে নগদ প্রায় ৭০০ টাকা নেয় ও কিছু জিনিসপত্র সরাবার চেষ্টা করে। দোকানের মালিক ঘরে ঢুকলে দুর্বৃত্তরা এক চলমান বাসে উঠে পালিয়ে যায় বলে দোকান মালিক জানান।

চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ শিবির

সাগরদীঘি : লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিস বিষ্ণুপুর অফিস হলে সাগরদীঘির প্রকল্প এলাকার বংশানুক্রমিক চিকিৎসা করছেন এমন ১৮ জন চিকিৎসককে নিয়ে ২য় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শিবির করেন। কলকাতা থেকে কয়েকজন ডাক্তার এসে প্রশিক্ষণ দেন। সমাপ্ত দিবসে ডাঃ কল্যাণ রায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রোগের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে এবং কেমন করে তারা বিস্তার লাভ করে তা বুঝিয়ে বলেন। মুর্শিদাবাদ প্রজেক্টের ডেপুটি প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটার অনুপ বিশ্বাস বলেন চিকিৎসা ক্ষেত্রে আপনাদের কোন সংশয় দেখা দিলে আমাদের খবর দেবেন। আমরা সাধ্যমত আপনাদের সহায়তা করবার চেষ্টা করব। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তেনটু মণ্ডল আমাদের প্রতিনিধিকে জানান তাঁদের এই প্রশিক্ষণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজে লাগবে।

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

বহরমপুর

বি জ্ঞ প্তি

ভগবানগোলা মাইলবাসায় অবস্থিত জিলা পরিষদের ইট ভাটার কয়লা পরিবহণের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবহণ ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা খামে প্রতি টন হিসাবে সমস্ত খরচসহ নিম্নবর্ণিত দুইটি কোলিয়ারী থেকে কয়লা পরিবহণের জন্য দর পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ক) চিত্রা কোলিয়ারী থেকে

খ) কাঁকড়তলা এরিয়া থেকে

সেলট্যাক্স, ইনকামট্যাক্স, পি, ট্যাক্স ও কয়লা পরিবহণের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র সহ ৩-৩-৯২ (3-3-92) তারিখের মধ্যে আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে। দরপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ৪-৩-৯২ (4-3-92) বেলা ৩টা পর্যন্ত। ঐ দিনই বেলা ৩টা ১০ মিনিটে ইচ্ছুক দরপত্র দাখিল কারীদের উপস্থিতিতে দরপত্র খোলা হবে।

দরপত্রের সঙ্গে জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিকের অনুকূলে কাটা ৫০০০-০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট অবশ্যই জমা দিতে হবে অন্যথায় দরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

কোনরূপ কারণ না দর্শিয়ে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার জেলা পরিষদের থাকবে।

তারিখ ২৫-২-৯২

জে. এম, চক্রবর্তী
জেলা বাস্তুকার
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

শিশু দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বাগানবাড়ী কিরণ সংঘের উদ্যোগে ছোট ছোট শিশুদের এক দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতা হয়। কম বয়সের শিশুদের মধ্যে দু'বছরের অনির্বাণ ধর ও দেড় বছরের বুকাই মিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশুদের উৎসাহ দিতেই এই অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ সিং এবং প্রধান অতিথি ছিলেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

ভাঙ্গন চলেছে জোর কদমে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজ এ সব জায়গায় মঞ্জুর হয় তার অর্দ্ধেক কাজও এখানে হয়নি, অথচ অফিসের যোগসাজশে সম্পূর্ণ কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারদের বিল পাশ করা হয়েছে। অপর দিকে লালগোলার চিন্তামণি, সেখালীপুর বাঁধও এখন মারাত্মক অবস্থায় রয়েছে। সত্বর ব্যবস্থা না নিলে সেখালীপুর হাই স্কুল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে। কিন্তু সরকারী ব্যয় সংকোচ নীতির কবলে ঠিকাদারদের আগের কাজের টাকা এখনও পরিশোধ না হওয়ায় তাঁরাও অগ্রিম কাজ করতে দ্বিধা করছেন। এদিকে আখেরী-গঞ্জের অবস্থা খুবই খারাপ। হাজারে হাজারে মানুষ সর্বহারা। সরকারী ব্যবস্থা এখনই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মাফিক একান্ত প্রয়োজন বলে এ অঞ্চলের মানুষ দাবী করছেন।

মৃত তিন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাব্বান হোসেন (৫০) এই থানার ধর্মডাঙ্গার লোক, আর একজন মাঙ্গুরাম (৩৫) বিহারের বাসিন্দা। অপর মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। চালককে আহত অবস্থায় মালদা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য বিহার-ফরাক্কা এই পথটি ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অধীন। দীর্ঘদিন ধরে পথটি অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। কোন মেরামতের কাজ হয়নি। এই অঞ্চলে কোন বাসরুট না থাকায় অধিকাংশ যাত্রী ট্রাকে যাতায়াত করতে বাধ্য হন।

বেঁচে গেল ট্রেন

হয়ে রেলের গ্যাঙ ম্যানদের একটি দল লক্ষ্য করে রেল লাইনের ফিস-প্লেট চুরি গিয়েছে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে লাল ফ্ল্যাগ বসিয়ে দেন। সন্দেহ রাতে দুর্বৃত্তরা এ কাজ করেছে। বিস্ময়ের কথা সকালে যথারীতি আপ ও ডাউন ট্রেন দুটি বিপদজনক অবস্থাতেই জায়গাটি পার হল কি করে? যাই হোক লাইনের ত্রুটি মেরামত করার পর ১২টা নাগাদ পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

খুনের বদলা খুন

ধুলিয়ান ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যারাতে সামসেরগঞ্জ থানার চকশাপুর গ্রামে খালেদ বিশ্বাস (৩০) নামে এক ব্যক্তি খুন হয়। খবর গত ২১ ডিসেম্বর গ্রাম্য দলাদলিতে খালেদ বিশ্বাস দলবল নিয়ে ঐ গ্রামের ইউনুস সেখকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। সন্দেহ করা হচ্ছে তারই বদলা নিতে খালেদ হত্যা। খবর ঘটনার দিন সন্ধ্যায় খালেদ এক মুদিখানার বারান্দায় বসে গল্পগুজব করছিল। সেই সময় দুষ্কৃতিরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে ও শেষে গুলি করে হত্যা করে। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদমি ঃ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদমির মুখপত্র আকাদমি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই মূল্যবান সংখ্যায় নাট্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটকসহ বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত জেলা নাট্যোৎসব, নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির জাতীয় নাট্যোৎসব সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ৩৮০ পৃষ্ঠার এই বইটির মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে ২০-০০ টাকা, ২০ শতাংশ হারে ছাড় দেওয়ায় বিক্রয় মূল্য দাঁড়াবে ১৬-০০ টাকা। প্রতিটি জেলায় নাট্যানুরাগী সকলের কাছেই বইটি আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হবে।

বই সংগ্রহের ঠিকানা ঃ অথবা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদমি মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর।
১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর লেন,
কলিকাতা—১০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

NOTICE

I, Smt. Suniti Bala Das W/O Late Abani Mohan Das, aged 86 of Haridasnagar Raghunathganj, Murshidabad, desire to sell a building situated at Dag No. 64, Khatian No. 436, Holding No. 512, P.S. Raghunathganj to Sri Anal Kumar Mukherjee of S. B. I., Jangipur Br. Original documents of the above noted property has been destroyed. I hereby declare that the above property is free from all encumbrances charges, lispondences. If anybody has got any claim in respect of property, claim may be laid before Sri Anal Kumar Mukherjee, State Bank of India, Jangipur Br. within 10 days of publication of this notice, failing which Sri Mukherjee is at liberty to purchase the said property.

Sri Himangshu Kumar Das
duly Constituent Attorney of
Smt. Suniti Bala Das

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।